রমা চিত্রম
নিবেদিত
পুনর্মিলন
ঃ পরিবেশক ঃ
নর্মদা চিত্র

রমা চিত্রম নিবেদিত

পুনর্মিলন

প্রযোজনা—**জীবন কুমার দত্ত**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**মানু সেন**

কাহিনী—**লীনা দেবী**

রূপায়ণে

উত্তম, সাবিত্রী, সবিতা, জহর গাঙ্গুলী, সরযূবালা, মঞ্জু দে, অপর্ণা, কমল মিত্র, মিত্রা বিশ্বাস, শুক্লা, জহর রায়, অনুপ কুমার, তরুণ কুমার, অনিল ব্যানার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জি, শ্যাম লাহা, ধীরাজ দাস, মাষ্টার তিলক, প্রেমাংশু বোস ইত্যাদি।

পরিচালনায় সহকারী—নয়ান দাসগুপ্ত, নয়ান ঘোষ, কাজল দত্ত

চিত্রশিল্পী—বিভূতি চক্রবর্তী
" সহকারী—বীরেন ভট্টাচার্জি
" " দিবেন্দু রায় চৌধুরী
সুর যোজনা —কালিপদ সেন
সম্পাদনা—কালি রাহু
" সহকারী—প্রবব মুখার্জি
শিল্পনির্দ্দেশে—সুনীল সরকার
" সহকারী—বিশু চ্যাটার্জি

শব্দযন্ত্রী—জে, ডি, ইরাণী
" সহকারী—সন্তু বসু
ব্যবস্থাপনায়—পরিতোষ রায়
যন্ত্র সঙ্গীতে—সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা
সাজসজ্জায়—শৈলেন গাঙ্গুলী
পাঠ শিল্পে—কবি দাসগুপ্ত
আলোক নিয়ন্ত্রনে—হেমন্ত আরো অনেকে
প্রচার পরিচালনা—ক্যাপস্ (C.A.P.S.)

কণ্ঠ সঙ্গীতে—সন্ধ্যা মুখার্জি, প্রতিমা ব্যানার্জি, শ্যামল মিত্র, মিণ্টু দাসগুপ্ত

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায়—প্রমোদ সরকার

পরিবেশক—**নর্মদা চিত্র**

মফস্বল পরিবেশক—**ভারতী ফিল্মস্**

এতদিনে শিবনাথবাবু ও তার স্ত্রী হিরণ্ময়ীদেবীর মনোবাসনা পূর্ণ হল—কলকাতার উপকণ্ঠে একটি সুন্দর দ্বিতলবাড়ি তৈরী করা তাঁদের বহুদিনের সাধ ছিল··· সে সাধ আজ পূর্ণতা লাভ করেছে। তিন ছেলেও উপযুক্ত। যে যার পথ বেছে নিয়েছে—বড় ছেলে রমেশ মার্চেন্ট অফিসে চাকরী করে—ক্রমপদোন্নতির সম্ভাবনা সুস্পষ্ট, মেজছেলে এম. এ. পাশ করে প্রফেসর হয়েছে আর ছোটছেলে ভবেশও বি. এ. পাশ করে সবে চাকরীতে ঢুকেছে—শিবনাথবাবু ও হিরণ্ময়ীদেবীর জীবন একেবারে ভরে উঠেছে সবকিছু পাওনার আনন্দে। শুধু বাকী এখন ছোটমেয়ে মায়ার বিয়ে। বাস্। তাহলেই একেবারে পরম নিশ্চিন্ততার হাতে নিজেদের সমর্পণ করে দিতে পারবেন তারা। আর সম্বন্ধ তো ঠিক বরাই আছে ওর। মায়া এখন কলেজে পড়ছে।

মাসের গোড়াতেই ছেলেরা মায়ের হাতে তুলে দেয় সংসার খরচের জন্য যার যা দেয় টাকা। তিনিও বেশ সুষ্ঠুভাবে সংসার চালান। সংসারের কাজে তার একটুও বিরাম নেই। যখন এবাড়ীর বড় বৌ প্রথম এল তখন তার পরিশ্রমের কিছু লাঘব হয়েছিল। মেজ বৌ আসার পর বড় বৌএর কাছে এল শৈথিল্য আবার ছোট বৌ এ বাড়ীতে পা দেবার পর মেজবৌও সব দায়িত্ব তারই ঘাড়ে চাপিয়ে বড় জায়ের অনুসরণ করল।

একদিন···টেবিলে খেতে বসে রমেশ কথা পাড়ল, একটা সুখবর আছে বাবা। সাহেব আমার কাজে খুব খুশী। শীগ্‌গিরিই মাইনে বাড়বে আর একটা গাড়ীও পাচ্ছি কোম্পানী থেকে। শিববাবু হেঁসে বললেন "খুব ভাল খবর। আমি জানতাম তোমার পদোন্নতি হবেই"। রমেশ বলে· চলল সগর্ব্বে অফিসে তার কৃতিত্বের কাহিনী এবং উপসংহারে সুরেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল "এই দেখুন না, সুরেশকে কতবার বলেছি যে বিজের জাহাজ হয়ে মগজ ভরলেও পেট ভরে না। প্রফেসরী না-করে যদি টেকনিক্যাল্ লাইনে যেত তাহলে কত টাকা আসতো।" শিববাবু গম্ভীর হয়ে বললেন "টাকাটা তাহলে বেশি চিনেছো রমেশ! টাকাই কি সব? লেখাপড়ার কোন দাম নেই?" সুরেশ এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল "দাদা ঠিকই বলেছে বাবা। লেখাপড়া শিখে জীবন যাপন করা যায় না। একজন গ্র্যাজুয়েটের চেয়ে একটা মুদির দোকানের মালিক অনেক ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে পারে"। রমেশ হঠাৎ টেবিল থেকে উঠে পড়ে, সুরেশ তার হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বলে "আমার অন্যায় হয়েছে দাদা। থাও তুমি এবার"। রমেশ আবার বসল।

হিরণ্ময়ীদেবীর বিশ্রাম বলে যেন কিছু নেই। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে মায়া রান্নাঘরে গিয়ে দেখে মা রান্নায় ব্যস্ত। কিন্তু মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ, তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। ধরে নিয়ে যায় মায়া। পাশের ঘরে তখন তাসের আসর বসেছে—আসর জমাচ্ছেন

তিন বৌ। মায়া ছোট বৌদিকে শুধু বলল "ছোট বৌদি তোমরা তাস খেলছ আর এদিকে মার জ্বর। ছিঃ"। জ্যোৎস্না উঠে পড়ল। বড় বৌ তাস গুছোতে গুছোতে বলল "দেখলি ভাই মায়ার গুরুজনদের সংগে কথাবলার ধরণটা একবার"।

হিরণ্ময়ী দেবীর অসুখে বাড়ীতে বেশ আলোড়ন পড়ে গেল। এদিকে এরই মধ্যে বড় বৌ বেশ রঙ চড়িয়ে মায়ার কথাবলার ব্যাপারটা রমেশের কানে তুলে দিয়েছে। মায়ার ডাক পড়লো রমেশের ঘরে। রমেশ বলল "এই তোর লেখাপড়া শেখার ফল? গুরুজনদের সংগে কথা বলতে শিখিসনি এখনও"? মায়া কোন জবাব দেয় না॥

রমেশের মাইনের অঙ্ক ইতিমধ্যে বেশ শ্রুতিমধুর কোঠায় এসে পৌঁচেছে—টাকার অঙ্ক বাড়বার সংগে সংগে বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যাও বাড়ল। সকলেই এখন রমেশ, তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের আপ্যায়নে ব্যস্ত। মেজ বৌ, ছোট বৌ নেপথ্যে রয়ে গেল। রুচিত বাইরের লোকজনের সংগে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলে অভ্যাগতরা হয়তো শুধু "ও" এই কথা বলে মালতী ও তার ছেলেমেয়েদের সংগে বসে যায় গল্প করতে।

পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মালতীর ঘরে ঝুলছে সিলিং ফ্যান, বাজছে রেডিও। মেয়ের জন্য একটা অর্গ্যান না কিনলে চলছিল না, তাও এল। মেজ বৌ ছোট বৌ জোর করে হাঁসি ফুটিয়ে তারিফ করে জলতে লাগল বড় বৌএর সৌভাগ্যে।

এবার শিবরাবু মায়ার বিয়ের কথা তোলেন। আকাশের কোনে ঘনায়মান মেঘরাশি আর একটু যেন ঘন হয়ে এল···দুর্যোগ আসন্নপ্রায়। বন্ধু কালীবাবু আর দেরী করতে রাজী নন বিয়ের পন তিনি নেবেন না। মায়াকে দেখেই তিনি তাকে পুত্রবধু করে নিতে রাজি হলেন। রমেশ বলে "মায়ার কি বা এমন বয়স হয়েছে। আর একটা বছর তারা অপেক্ষা করুক না। ইতিমধ্যে বিয়ের খরচের টাকাটাও আমি জুটিয়ে ফেলতে পারবো"। কথাটা বড় বৌএর ভাল লাগলো না।

রমেশ ঘরে ঢুকতেই মালতী বলল "আচ্ছা মায়ার বিয়ের জন্য মাথাব্যথা কি শুধু তোমার একলার? ঠাকুর পোয়ের কি কোন দায়িত্বের বালাই নেই?"

রমেশ বলে "ওরা টাকা পাবে কোথায় বল? সবই তো জান।" মালতী এবার কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল, বল্ল "সত্যিই তো। তোমার টাকা তুমি খরচ করছো। আমি কে, বলবার। তবে ছেলেমেয়ে দুটোর জন্যই যা ভাবনা। কোথায় ভাবলাম মাসে মাসে এবার কিছু জমাবো—হায়রে আমার পোড়া কপাল। মালতী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, বলল—আমি বেঁচে থাকতে এ অন্যায় তোমায় আমি করতে দেবো না"॥

আফিসের কাজের অজুহাতে তারা এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেল! কথা ছিল সংসার খরচের টাকা রমেশ আগের মতই দিয়ে যাবে। কিন্তু নতন বাড়ীতে যাবার পর হয়ে গেল উল্টো। সুতরাং চাপ পড়ল এবার সুরেশ ও ভবেশের ওপর। মেজ বৌএর মনে

হতে লাগলো সুরেশই বেশী টাকা দেয়। এ নিয়ে চলল স্বামীর সংগে বাদানুবাদ। এর পর মেজ বৌ একদিন অনেক চিন্তা করার পর এমন ভাবে সুরেশকে বুঝিয়ে দিল যে এ বাড়ীতে আর থাকা চলে না—সুরেশ মার কাছে গিয়ে বলে, সে এখন কলেজের কাছাকাছি একটা বাড়ী না করলে তার খুব অসুবিধে যাতায়াতের। বাড়ী ঠিক হল···তারা চলে গেল··· শিবরাবু কোন প্রতিবাদ করলেন না।

রমেশ ও সুরেশ চলে যাবার পর খাবার টেবিলে একা ভবেশকে দেখে মনটা ব্যথায় ভরে উঠলো। চোখ পড়লো পাশের খালি চেয়ার দুটোর দিকে··· গোখটা নিজের অজ্ঞাতেই বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলল···টলমল করে উঠলো এক ফোঁটা জল। "বাবা"—ভবেশের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ স্বরে মুখ তুলে তাকালেন তিনি—"আর বড়দা ছোড়দার কাছে হাত পাততে হবেনা, আমাবও মাইনে বাড়ল।"

এরাও চলে গেল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ভাবেন শিবরাবু। বাড়ীটা এবার যেন বিরাট শূন্যতা নিয়ে তিনটি প্রাণীকে গ্রাস করতে চাইছে··· একটা বিশ্রী রকমের নীরবতা বাড়ীর সর্বত্রই বিরাজ করছে। শিবরাবু শুধু আস্তে আস্তে মনে মনে উচ্চারণ করেন "আমার স্বপ্ন ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। যা ভেবেছি, যা দেখেছি সব ভুল। জীবনটাই একটা ফাঁকি"। একমাত্র সান্ত্বনাদায়ীনিব রূপ নিয়ে সর্বদা মায়া থাকে বাবার পাশে। নিস্তেজ গলায় জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করে "তুমি ভাবছ কেন বাবা। দেখো না দাদারা ভুল বুঝতে পারলেই ফিরে আসবে"। "ফিরে আসবে? কোথায়? এখানে?" চমকে উঠে বলেন শিবরাবু "আর ফিরে এলে আমিই বা ফিরিয়ে নেব কেন? তারপর মায়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকেন "আর তারা আসবেই বা কেন বল? আমার অর্থ নেই তাই পিতৃস্নেহেরও কোন দাম নেই রে। বাড়ীর পেছনে সব সঞ্চয় উজাড় করে দিয়েছি। এখন এটা বিক্রী করে তোর বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

নিজের ঘরে বসে মায়া ভাবে "কি করা যায়? বাবামার সাধের স্বপ্ন এই বাড়ী। আর আমার জন্য সেটা বিক্রী করতে হবে? না না···আমার নিজের দরকার নেই"। ভবেশের কাছে গিয়ে সব খুলে বলল সে···ভবেশ, জ্যোৎস্না আর মায়া তিনজনে মিলে উপায় একটা বের করেও ফেলল। বাড়ী ফিরে মায়া কাগজ কলম নিয়ে কি যেন লিখতে বসল— এমন সময় হিরণ্ময়ীর সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি কাগজ-টাকে বুকের ভেতর লুবিয়ে ফেলে দরজা খুলে দিল···।

রবিবার সকাল হতেই মায়াকে দেখা গেল বাইরের ঘরে পায়চারী করছে আর বারবার বাইরের রাস্তার দিকে যেন কিসের বা কার প্রতীক্ষায় ঘন ঘন তাকাচ্ছে। টুক করে একটা আওয়াজ হতেই ও ফিরে চাইল আর এতক্ষণে মায়ার প্রতীক্ষার বিষয়টি দেখা গেল। খবরের কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে যাওয়া

মাত্রই ও কাগজটা উল্টে পাল্টে কি যেন দেখতে থাকে তারপর একজায়গায় কি একটা দেখে সে কাগজটুকু কেটে নিল। শিববাবু ছেঁড়া কাগজ দেখে কাগজওয়ালার ওপর রেগে লাল।

রমেশ ড্রয়িংরুমে বসে চা খাচ্ছিল। কাগজটায় চোখ বুলোতে গিয়ে এককোণে নজর পড়তেই চম্‌কে উঠে বলল "একি ?" লেখা রয়েছে "…নং নিবাসী শিবনাথ বাবু তার বসতবাড়ী বিক্রয় করিতে চান। বাড়ী বিক্রয়ের টাকা ও নগদ এক লক্ষ টাকা তিনি দান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। "সর্বনাশ হয়ে গেল এদিকে মালতী"—রমেশের উচ্চকণ্ঠের ডাকে মালতী তাড়াতাড়ি ছুটে আসে, বলে "কি ব্যাপার ? কার সর্বনাশ ?" "আমাদের আবার কার—এই দেখ না কাগজে কি লেখা রয়েছে"। এখন হা হুতাশ করার সময় নেই, সব গোলবাজি। এক্ষুনি গোছগাছ করে নাও, আমি গাড়ী নিয়ে আসছি—রমেশ বেরিয়ে যায়।

শিববাবু বসেছিলেন। বাড়ী কিনবার আশায় জনৈক ভদ্রলোক এসে শিববাবুকে জানালেন। শিববাবুর কাছে ব্যাপারটা হেঁয়ালী ঠেকছিল…এমন সময় বাইরে গাড়ীর শব্দ শুনে শিববাবু ওঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেন—কাছে গিয়ে দেখলেন রমেশ সস্ত্রীক ছেলে-মেয়ে মালপত্র নিয়ে উপস্থিত…কি ব্যাপার বোঝার আগেই সুরেশও সবাইকে নিয়ে এসে হাজির। কেউ কিছু বুঝতে পারছিল না—শুধু মায়া ওপরের ঘরে বসে হাসছিল আর নিজের বুদ্ধির তারিফ করছিল।

শিববাবু যেন নেশার ঘোরে নাতিনাতনীদের নিয়ে যাচ্ছেন। তার মুখে কথা নেই…কেমন যেন একটা বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টি…একবার শুধু আপন মনে কি বললেন…"ভবেশটা এল না তো"। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবেশও এসে গেল। বাড়ী আবার মুখর হয়ে উঠলো।

এমন সময় শিববাবুর বন্ধু, যার ছেলের সংগে মায়ার বিয়ের কথা হয়ে আছে – তিনি এলেন। ঘরে ঢুকেই বিনা ভূমিকায় বললেন "বড় দেরী হয়ে গেল আমার ভাই, আশীর্বাদের সময় পার হয়ে যায়। যাও যাও শিগ্‌গিরি আমার মাকে নিয়ে এসো"। আশীর্বাদ করলেন মায়াকে জড়োয়ার গয়না দিয়ে—বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল।

কোথা দিয়ে কি যে হচ্ছে ভাবার সময় পেল না। শুধু দেখলো সে সামনে ছোট বৌদি বসে আছে… সাজিয়ে দিচ্ছে তাকে। সানাইয়ের সুরে বেজে উঠলো আশাবরী রাগিণী…শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি হাসি আনন্দের মধ্য দিয়ে বিয়ে শেষ হল…আজ মায়া চলে যাবে। গৃহ থেকে গৃহান্তরে যাচ্ছে সে, সানাইয়ে এবার শোনা যাচ্ছে পূরবীর তান। মা, বাবাকে প্রণাম সেরে মায়া বড় বৌদির সামনে এসে দাঁড়াতেই মালতী ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কেঁদে ফেললেন—এতদিনের সব গ্লানি মুছে ফেলতে চাইলেন চোখের জলে। মায়া ধরা গলায় বলল "আমায় ক্ষমা কর বৌদি।

(১)

এবারে বুঝেছি আমি চাঁদ কেন জেগে রয়
মুকুলের কানে কানে অলি কেন কথা কয়॥
কুজনেতে মেশে কুহু
এক হয়ে যায় দুহু
দুটি মূক্ হিয়া যেন সুরে মুখরিত হয়॥
তারা জাগা আধো রাতে লাজে বাধ বাধ মুখ
সাগরে মিশিয়া নদী বোঝে মিলনের সুখ,
দূর আসে কাছে সরে
আবেশে নয়ন ভ'রে
দুটি মন আলাপনে দুজনারে জেনে লয়॥

(২)

হেথা মিল নেই একতিল চোর করে হরিনাম।
আগে দেখ পিছে দেখ ক'লকাতা এর নাম।
হেথা সংলোক পথে গড়াগড়ি খায় অসতের আছে মান।
আশ্রয় হীন রকে পড়ে থাকে তবু ঘরে নাই স্থান।
ভগবান সেই পায়, যে দেয় চড়া দাম।
হেথা ফাঁকি কত চলছে তার নাই যে কিছু খৈ
যেগুলি সে পায় না বদর নেপোয় মারে দৈ,
জোয়ান ছেলে সুখে রয় বুড়ো বাপ ফেলে মাথার ঘাম
দিলে পয়সা মেলে খাসা ভালবাসা জেনো ভাই,
খালি বাসা পাওয়ার আশা এ সহরে যে গো নাই,
এ যে হায় নিয়তির খেয়ালের পরিণাম।

(৩)

অতি আধুনিক সমাজে আমরা
মেনার্স মেনে চলি, চিবিয়ে কথা বলি
হোক কালো আমাদের চাম্‌ড়া॥
রুমালে মুখ ঢেকে কাসি, ঠোঁট না খুলে মোরা হাসি
ধুতীর বদলে প্যাণ্টে মেজাজ পাই
চাদর ছেড়ে মোরা পরি যে নেকটাই,
প্রিয়ারে ডাকি হানি, টাকারে বলি মানি
ঘরকে বলি মোরা কাম্‌রা॥
ডিনার খেতে ভালবাসি, সেলাম ঠোকে বয় আসি,
স্লিলিং ডগ্‌ শো পার্টি পিক্‌নিক্
প্রিয়ার বব্‌ড হেয়ার ঠোঁটে লিপষ্টিক্
বাংলা ভাষা ভুলি, ককনি বুলি তুলি;
না দিশি না বিলিতি আমরা॥

(৪)

কোন সে গানের ছন্দ নিয়ে দখিন হাওয়া বইল আজ॥
কেউ জানেনা কি সে আমায় কইল আজ॥
বাঁশীতে সুর কে আনে, কোন সে দূরে কে জানে
আমায় আজি এমন করে কে টানে
নীল আকাশের কোন দূরে বলাকা মন যায় উড়ে
অলির খেয়াল কলি তবু সইল আজ॥
কোন স্বপনের জাল বুনি কে ছড়াল ফালগুনী
কিসের আশায় এমন করে ফাল্‌গুনি॥
এ কোন রঙে মন ভরে, পথ ছেড়ে আজ যাই ঘরে;
মনের খুশী মনেই আমার রইল আজ॥

ছবি বিশ্বাস • অরুন্ধতী • অসিত
নির্মল • জহর গাঙ্গুলী • কালী বন্দ্যো
বীরেন • রেণুকা • তপতী • অপর্ণা

অভিনীত

বরুণ পিকচার্সের

অনুমান্তর

পরিচালনা • অসীম ব্যানার্জি

সঙ্গীত • সরোজ কুশারী

DIGI

নর্মদা
রিলিজ

দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪

মূল্য দুই আনা